কৃষিই সমৃদ্ধি

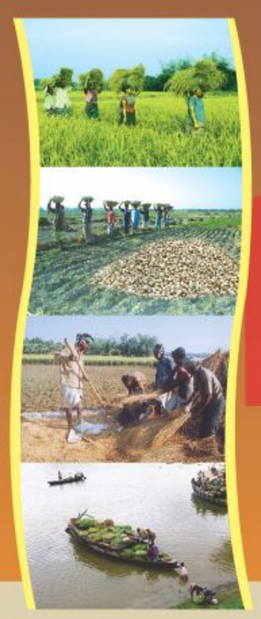

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১২

১৬ অক্টোবর

কৃষি সমবায় - ক্ষুধা মুক্ত বিশ্ব গড়ার উপায়

Agricultural Cooperatives: Key To Feeding The World

কৃষি মন্ত্রণালয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।
১ কার্তিক ১৪১৯
১৬ অক্টোবর ২০১২

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বাংলাদেশে 'বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০১২' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

খাদ্য মানুষের প্রথম মৌলিক চাহিদা। জীবন ধারণের জন্য খাদ্য গ্রহণ অপরিহার্য। কিন্তু বিশ্বায়নের প্রভাবে বিশ্ব জলবায়ু দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের শিকার হচ্ছে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো। আমি মনে করি, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত বিবেচনায় রেখে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার, প্রতিকূল পরিবেশে সহনশীল জাত উদ্ভাবন, আধুনিক বাজার ব্যবস্থাপনা এবং তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করে কম খরচে বেশি ফসল উৎপাদনে মনোনিবেশ করতে হবে। এছাড়া সমবায়ভিত্তিক প্রয়াসের মাধ্যমেও কৃষিতে সুফল আসতে পারে বলে আমি মনে করি। এবছরে দিবসটির প্রতিপাদ্য 'কৃষি সমবায়-ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব গড়ার উপায়' যথার্থ হয়েছে। কৃষির আধুনিকীকায়নের পাশাপাশি সমবায়ভিত্তিক কৃষি কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়নে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আহ্বান জানাই।

আমি 'বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০১২' এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

"কৃষি সমবায় - ক্ষুধা মুক্ত বিশ্ব গড়ার উপায়"

প্রতিবারের মত এবারও ১৬ অক্টোবর গুরুত্বের সাথে বাংলাদেশে বিশ্ব খাদ্য দিবস পালিত হতে যাচ্ছে। বিশ্ব খাদ্য দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য হচ্ছে "কৃষি সমবায়– ক্ষুধা মুক্ত বিশ্ব গড়ার উপায়"। তাছাড়া আমরা জানি জাতিসংঘ-২০১২ সনকে আন্তর্জাতিক সমবায় বছর হিসেবে ঘোষণা করেছে। সেদিক থেকে এবারের প্রতিপাদ্য যৌক্তিকভাবে প্রাসঙ্গিক। সমবায় হচ্ছে এমন একটি স্বতন্ত্র সংগঠন যেখানে একদল উদ্যোক্তা কিছু আদর্শের ওপর ভিত্তি করে নিজস্ব সম্পদের ব্যবহার করে সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করে। এটি কৃষকদের স্বার্থের জন্য গঠিত সংগঠন যাতে করে তারা তাদের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য মিলিতভাবে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা আহরণ করতে পারে। কৃষি সমবায়ের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, সম্মিলিতভাবে কৃষক সংগঠনের মাধ্যমে কৃষি উপকরণ প্রাপ্তি, উৎপাদন, কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং কৃষি বিপণন ও কৃষি প্রযুক্তি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের সংগঠিত করা।

কৃষিই বাংলাদেশের মানুষের জীবন ও জীবিকার অন্যতম উপায়। জনসংখ্যা প্রতিনিয়তই বেড়ে চলছে। অন্যদিকে কমছে কৃষি জমি। ক্রমবর্ধমান মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজন স্বল্প সময়ে অধিক খাদ্য উৎপাদন। আর এ জন্য শুধুমাত্র সহজলভ্য কৃষি উপকরণ ও প্রযুক্তিই যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন রয়েছে সুসংগঠিত কৃষক সংগঠন। উৎপাদিত কৃষি পণ্য সঠিক সময়ে বাজারজাতকরণ না করলে শস্য সংগ্রহত্তোর পর্যায়ে এর বড় একটা অংশ নষ্ট হয়ে যায়। এর জন্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তি ও সেবা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কিন্তু কৃষকের একার পক্ষে উচ্চ মূল্যের যন্ত্রপাতি কেনা সম্ভব হয় না। তাই তারা তাদের পণ্য সঠিকভাবে বাজারজাতকরণের অভাবে পণ্যের ন্যায্যমূল্য পায় না এবং গুণগত মান অক্ষুন্ন থাকে না। সমবায়ের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের চাষীরা সংগঠিত হয়ে পরিকল্পনামাফিক কৃষি পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেজিং ও বাজারজাত করলে আর্থিকভাবে লাভবান হবে, ফসলের সংগ্রহোত্তর অপচয় কমবে এবং দারিদ্রতা দূর হবে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ অপরিহার্য। গবেষণা করে দেখা গেছে যে, জমিতে শক্তির ব্যবহার বাড়লে উৎপাদন বাড়ে। কৃষকদের আর্থ সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন ফসলের জন্য লাগসই কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করেছে। কিন্তু দরিদ্র কৃষকের পক্ষে এককভাবে ক্রয় সম্ভব নয়, তাই তারা সমবায়ের মাধ্যমে যন্ত্রপাতি ক্রয় ও ব্যবহার করলে উৎপাদনশীলতা বহুগুণ বেড়ে যাবে। লাভজনক কৃষির জন্য যান্ত্রিকীকরণ আবশ্যক। যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে গবেষণা প্লট ও কৃষকের মাঠে উৎপাদনের তারতম্য কমিয়ে আনা যায়। শ্রমিক মজুরী বেড়ে যাওয়ায় বর্তমানে কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কম খরচে সমবায় সংগঠনগুলো ফসল উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণে ভূমিকা রাখতে পারে।

কৃষিকে লাভজনক পেশায় পরিণত করে কৃষকের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করে দারিদ্রতা দূরীকরণ সমবায়ের অন্যতম লক্ষ্য। এটি একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মতো- যাতে সংগঠনের সকল সদস্যের প্রয়োজন ও স্বার্থ জড়িত থাকে। বাংলাদেশে যেমন আইপিএম, আইসিএম স্কুল/ক্লাব এর মাধ্যমে কৃষক সমাজ সংগঠিত হয়ে কাজ করে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের জীবন, জীবিকা ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোন প্রতিকূল পরিবেশে সমবায় সংগঠনের সদস্যরা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই মোকাবেলা করার স্বক্ষমতা অর্জন করে। এছাড়াও প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, গুদামজাতকরণ, ব্যাংক ঋণ, প্রশিক্ষণ, তথ্য ও যোগাযোগ এবং উন্নত কৃষি প্রযুক্তির সুফল ভোগ করে সমবায়ী চাষীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ভোগ করে সচেতন হতে পারে। আমাদের দেশে কৃষকদের হয়ে কথা বলার সংগঠন নেই। কিন্তু সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠন হলে তারা তাদের ন্যায্য অধিকার এবং পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির বিষয়ে ও কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করার বিষয়ে সরকারী পর্যায়ে যোগাযোগ করতে পারবে।

খাদ্য মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। ক্ষুদ্র কৃষকদের সহনশীল মূল্যে খাদ্য প্রাপ্তি এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে কৃষি সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এদেশের সমবায়ের ইতিহাস অনেক উজ্জল ও গৌরবের। স্বাধীনতার পরপরই সরকার সমবায়ী উদ্যোগকে পৃষ্ঠপোষকতা করে এবং সংবিধানের অংশ হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। আই.আর.ডি.পি. কুমিল্লা কর্মসূচীকে সময়ের চাহিদা মোতাবেক পরবর্তীতে বি.আর.ডি.বি. নামে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হয়। বর্তমানে বি.আর.ডি.বি. এর অধীনে নিবন্ধিত সমবায় সমিতির সংখ্যা লক্ষাধিক। এর মধ্যে সাধারণ, ভূমিহীন যুবক, মহিলা সহ বিভিন্ন স্তরে সমবায় সমিতি রয়েছে। এছাড়াও আছে সমবায় ব্যাংক, বার্ড, আর.ডি.এ. কো-অপারেটিভ সোসাইটি।

বর্তমান কৃষি বান্ধব সরকারের নানামুখী কর্মসূচী বাস্তবায়নের ফলে দেশ খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দ্বারপ্রান্তে এবং খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় স্থিতিশীল। বাস্তবমূখী কর্মসূচীর ফলে ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটি গতিশীল অবস্থা বিরাজমান। তবে এর সাথে সমবায় সংগঠনকে সংযুক্ত করে উৎপাদক এবং ভোক্তার মধ্যে সাপ্লাই চেইনের মাধ্যমে ভেল্যু এ্যাড (Value Added) করতে পারলে সামগ্রিক কৃষি ব্যবস্থা যৌক্তিক উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে। বাংলাদেশে কৃষি পণ্যের বিপণনে বিগত কয়েক দশকের তথ্য থেকে দেখা যায় যে, এদেশে কৃষি পণ্যের উৎপাদক এবং ভোক্তা উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একদিকে কৃষক বঞ্চিত হয় উৎপাদিত ফসলের নায্য মূল্য থেকে, অন্যদিকে ভোক্তা বঞ্চিত হয় অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধ করে। এখন শুধু প্রয়োজন সময়ের সাথে সমন্বয় করে ব্যবস্থাপনাকে বেগবান করে তোলা আর সামনের দিকে এগিয়ে নেয়া, তাহলেই "কৃষি সমবায়– ক্ষুধা মুক্ত বিশ্ব গড়ার উপায়" শ্লোগানের স্বার্থকতা মিলবে।

আনোয়ার ফারুক
অতিরিক্ত সচিব
মহাপরিচালক
বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
০১ কার্তিক ১৪১৯
১৬ অক্টোবর ২০১২

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ১৬ অক্টোবর ২০১২ "বিশ্ব খাদ্য দিবস" পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য "কৃষি সমবায় - ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব গড়ার উপায়" অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে।

বিশ্ব চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করা, কৃষি ঝুঁকি মোকাবিলা, সমন্বিত চাষাবাদ, খাদ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার এবং বিপণনের ক্ষেত্রে সমবায়ের বিকল্প নেই।

বর্তমান সরকার কৃষিতে সমবায়বান্ধব নীতি ও কৌশল বাস্তবায়ন করেছে। ফলে দেশে খাদ্য ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। অভ্যন্তরীণ বাজারে খাদ্যশস্য ও কৃষিজাত পণ্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী খাদ্যশস্যের উচ্চমূল্য সত্ত্বেও দেশে খাদ্যমূল্য স্বাভাবিক রয়েছে। আমরা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সমন্বিত কৃষি উদ্যোগ ও আধুনিক বাজার ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নিয়েছি। সার, বীজসহ সকল কৃষি উপকরণের মূল্য হ্রাস এবং কৃষকদেরকে সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে কৃষি ঋণ প্রদান করা হচ্ছে।

আমি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারের পাশাপাশি সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানাই।

আমি বিশ্ব খাদ্য দিবসের সার্বিক সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ঐতিহাসিকভাবেই বাংলাদেশ পারস্পরিক সহমর্মিতা আর সহযোগিতার উজ্জ্বল উদাহরণের একটি দেশ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর সমবায় কার্যক্রমকে উজ্জীবিত করে অনেক কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন, যা আমাদের কৃষির অগ্রযাত্রাকেও করেছিল বেগবান। সবাই মিলে সম্মিলিত প্রয়াসে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ করা সম্ভব। এ পরিপ্রেক্ষিতে এবারের প্রতিপাদ্য **'কৃষি সমবায়-ক্ষুধা মুক্ত বিশ্ব গড়ার উপায়'** যথোপযুক্ত ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বর্তমান কৃষিবান্ধব গণতান্ত্রিক সরকার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়তে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ফসলের উৎপাদন বাড়িয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কৃষকদের জীবন মানের আরো উন্নয়নের অংশ হিসেবে কৃষির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রম এদেশের কৃষি কর্মকান্ডকে নিশ্চিতভাবে নিরাপদ খাদ্যের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা বিধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আর এসব কাজের সর্বক্ষেত্রে সমবায়ের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের আবশ্যিক অংশ হিসেবে সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রমকে সরকার দারুনভাবে উৎসাহিত করছে। আমাদের প্রয়োজন উৎপাদনের শুরু থেকে গোলাজাতকরণ পর্যন্ত সবকটি কাজে সমবায়কে সর্বোচ্চ উৎসাহিত করা। সমবায়ের হাত ধরেই এ দেশে আধুনিক উন্নত বীজ এসেছে, রাসায়নিক সার ব্যবহার শুরু হয়েছে, সুষ্ঠু সেচ ব্যবস্থাপনায় ফলন বেড়েছে এবং সম্প্রসারিত হয়েছে কৃষিভিত্তিক অনেক কার্যক্রম। দেশের অর্থনীতির চাকাকে আরও বেশি গতিশীল করতে প্রয়োজন সমবায়ভিত্তিক কৃষি কার্যক্রমকে আরও সম্প্রসারিত করা।

আমাদের সবার সম্মিলিত প্রয়াসে সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রম অনুসরণে দেশ হয়ে উঠবে স্বনির্ভর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মতিয়া চৌধুরী)

মন্ত্রী
খাদ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও আজ যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে বিশ্ব খাদ্য দিবস পালিত হচ্ছে। এ বছরে দিবসের প্রতিপাদ্য নির্বাচন করা হয়েছে 'কৃষি সমবায়-ক্ষুধা মুক্ত বিশ্ব গড়ার উপায়'। খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার আধুনিকীকরণসহ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে নির্বাচিত প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। এ দিবসটি উদযাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করায় সংশ্লিষ্টদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

বিশ্বের মোট জনসংখ্যার সাথে প্রতি বছর প্রায় ৮কোটি নতুন মুখ যোগ হচ্ছে। বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার হিসাব মতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের ফলে বিশ্বের খাদ্য চাহিদা ২০৫০ সন নাগাদ বর্তমানের চেয়ে বেড়ে দ্বিগুণ হবে। কাজেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে খাদ্য উৎপাদন না বাড়ালে খাদ্য নিরাপত্তা এক গভীর সংকটে পড়বে।

নানাবিধ কারণে বাংলাদেশে প্রতিবছর গড়ে প্রায় ৮০হাজার হেক্টর আবাদি জমি চাষাবাদের বাইরে চলে যাচ্ছে। আবাদি জমি কমে যাওয়া, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের কৃষি ব্যবস্থাকে প্রতিনিয়ত ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। অপরদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে আবাদযোগ্য জমি কমে যাওয়ার সাথে সাথে খণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় সমবায়ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থাপনা চালু করে কাঙ্ক্ষিত জমিতে আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সার্বিক খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব বলে আমি মনে করি। একই সাথে কৃষি পণ্যের বাজার ব্যবস্থাপনাকেও সমবায়ের আওতায় এনে উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান ও ন্যায্য মূল্যও নিশ্চিত করা সম্ভব বলে আমার বিশ্বাস।

অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়ে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ব্যয় কমিয়ে আনার জন্য কৃষিতে ভর্তুকি প্রদান, কৃষকদের প্রণোদনা দেয়াসহ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি কৃষি সমবায় ব্যবস্থাপনা চালু হলে দেশের অর্থনীতির উন্নয়ন প্রক্রিয়া আরও ত্বরান্বিত হবে। এ দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, গবেষণা ও সম্প্রসারণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আরও আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে।

আমি বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচির সর্বাঙ্গীণ সফলতা কামনা করি।

ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক, এমপি

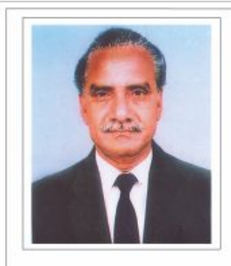

মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের সঙ্গে আমরাও একাত্মতা ঘোষণা করে ১৬ অক্টোবর পালন করছি বিশ্ব খাদ্য দিবস। এবারের প্রতিপাদ্য **'কৃষি সমবায়-ক্ষুধা মুক্ত বিশ্ব গড়ার উপায়'**। বিশ্বের বর্তমান প্রেক্ষাপট এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়তে সমবায়ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থার ভূমিকার কথা বিবেচনা করে এবারের প্রতিপাদ্য যথাযথ বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ ক্ষুধাকে জয় করেছে এটা সত্য, কিন্তু পুষ্টি ও মানসম্মত খাবার নিশ্চিত করতে আমাদের আরও অনেক পথ পেরুতে হবে। কাজেই ক্ষুধার বিরুদ্ধে সম্মিলিত সংগ্রাম নিশ্চিত করতে হবে আমাদের সবাইকে। বিশ্বের অনেক দেশে সমবায়ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, জেলে এবং গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খামারিরা তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য, উপকরণ ও সেবা পরস্পরের সঙ্গে বিনিময়ের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়েছে। এতে তারা নিজেদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিসহ বিশ্বের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। আমাদেরও এখন সময় হয়েছে সমবায়ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার। বাংলাদেশের প্রত্যেকের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শুধু ফসল উৎপাদনের ওপর নির্ভর করলে চলবে না, বরং একইভাবে আমাদের জোর দিতে হবে প্রাণিসম্পদ আর মৎস্য সম্পদের ওপর। দেশের সব শ্রেণীর মানুষকে নিয়ে সমবায়ের মাধ্যমে ফসল উৎপাদনের পাশাপাশি মৎস্য চাষ, গবাদিপশু ও হাঁস মুরগি পালন করে পুষ্টি চাহিদা পূরণসহ দেশের খাদ্য ঘাটতি কমিয়ে আনতে পারলেই বিশ্ব খাদ্য দিবস উদযাপন প্রাণবন্ত, বিস্তৃত ও ফলপ্রসূ হবে।

পরিবর্তিত জলবায়ু এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য সংকটে আমাদের যথোপযুক্ত কৌশল এবং পদ্ধতি অনুসরণ করে সমন্বয় করতে হবে। আর তা হতে হবে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সমবায়ের মাধ্যমে। তখনই আমরা গর্ব করে বলতে পারব একটাই পৃথিবী যেখানে আমরা সবাই একই পথের যাত্রী। আমরা সে দিবসেরই প্রত্যাশা করি। আমি বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০১২ উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

(মো. আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, এম.পি)

সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতি বছরের মতো এবারও বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)-র আহ্বানে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশ্ব খাদ্য দিবস পালন করা হচ্ছে। সমবায়ভিত্তিক যৌথ প্রয়াসের মাধ্যমে কৃষকগণ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অধিক উৎপাদনের পাশাপাশি অর্থনৈতিকভাবেও সমৃদ্ধশালী হতে পারেন। এ প্রেক্ষাপটে বিশ্ব খাদ্য দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য **'কৃষি সমবায়-ক্ষুধা মুক্ত বিশ্ব গড়ার উপায়'** অত্যন্ত সময়োপযোগী ও অর্থবহ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্য নিরাপত্তার নিশ্চিত বলয় তৈরিতে দেশের সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ও সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সবার অংশগ্রহণ একান্ত জরুরি। বর্তমান সরকার সর্বোচ্চ আন্তরিকতা দিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে অধিক উৎপাদন নিশ্চিতকরণে কাজ করে চলেছে। কৃষি উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তি ও উপকরণ ব্যবহারে একক প্রচেষ্টার চেয়ে যৌথভাবে সমবায়ভিত্তিক অংশগ্রহণ নিশ্চিতভাবে অধিক সাফল্য নিয়ে আসে। শুধু উৎপাদনই নয় কৃষি পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রেও এ ধরনের সমন্বিত উদ্যোগ কৃষকের অধিকার সমুন্নত রাখার পক্ষে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

এ বছর বিশ্ব খাদ্য দিবস উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে খাদ্য মেলা, সেমিনার আয়োজন এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার-প্রচারণা। প্রচার প্রচারণার অংশ হিসেবে পোস্টার, স্টিকার, ফোল্ডার মুদ্রণ ও বিতরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এবং জাতীয় বাংলা ও ইংরেজি বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র এবং বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কৃষি তথ্য সার্ভিসের উদ্যোগে কৃষিকথার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। আশা করি আমাদের সকল প্রয়াস খাদ্য দিবসের তাৎপর্যকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে পারবে।

আমি বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১২-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মনজুর হোসেন

FAO Representative
in Bangladesh

Message

World Food Day 2012 highlights the vital role that cooperatives play in improving food security and contributing to the eradication of hunger and poverty. Particularly in developing countries, food production needs to double by 2050 to feed growing populations This is particularly relevant in Bangladesh, where the population has increased from about 75 million at independence in 1971 to about 150 million now, and continues to grow. In this situation, despite the good progress registered over the past decades, eradication of undernourishment -not having access to adequate amounts of safe and nutritious food to sustain a healthy and productive life- remains a challenge. The need to act is therefore very strong and every effort is being made to ensure that the situation improves further. In an effort to contribute to FAO's mandate, this year's theme of World Food Day is Agricultural cooperatives – key to feeding the world.

The importance of cooperatives and rural organizations was reflected in the decision of the UN General Assembly to designate 2012 as "International Year of Cooperatives". The focus on Cooperatives celebrates the unique role that this "business model with a social conscience" plays in our modern world.

A cooperative is an association of member of a society who come together to form a jointly owned, democratically controlled enterprise where generating a profit is not the only objective. The aim of cooperatives is in fact to put people before profit. Members help each other to achieve their shared social, cultural and economic aspirations. Ultimately, a cooperative is a social as well as a productive enterprise that promotes peace and democracy in addition to generating employment and income.

Throughout the world, cooperatives are present in almost all sectors, including agriculture, food, finance, health care, marketing, insurance and credit. Today, around one billion individuals are members of cooperatives worldwide, generating more than 100 million jobs. The members of these cooperatives participate in production, profit-sharing, cost-saving, risk-sharing and income-generating activities, that lead to better bargaining power for members as buyers and sellers in the market place. Besides being centers of productive activity, furthermore, they are also and essentially a social safety net, offering a community-driven departing point for creating resilience and countering threats to people's livelihoods.

Bangladesh is a country of opportunities where success stories of cooperatives can be built upon for even greater impact in future. We need to work together to create a favourable environment in which cooperatives can form, develop, thrive and effectively compete with mainstream business enterprises. In this context, cooperatives and other forms of producer organizations in Bangladesh can become strong, legitimate actors with the potential to further lift production, improve food and nutrition security, and act as major agents of change.

I wish a immense success of the World Food Day 2012.

Dominique Burgeon
FAO Representative in Bangladesh

ডিজাইন :
কৃষি তথ্য সার্ভিস
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫
Web site: www.ais.gov.bd E-Mail: dirais@ais.gov.bd
Phone: 880-2-9112260 Fax: 880-2-9116768